সুবর্ণরেখা
কলিকাতা

মা-বাবা শ্রীচরণেষু

হয়তো কবিতার স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারিনি জেনেই এই বইয়ের প্রকাশ বার-বার বিলম্বিত হয়েছে। সত্য প্রতিনিয়ত বদলে যেতে-যেতে আমাকে অপরাধী করেছে বার-বার। এখন এ আমার পক্ষে এক বিপজ্জনক লাফ—দেখা দেওয়া গেল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীকমলকুমার মজুমদার তাঁর নানা সৃজনশীল কাজের ফাঁকে সাগ্রহে পাণ্ডুলিপি দেখে ও প্রচ্ছদ-চিত্র তৈরী ক'রে দিয়ে তাঁর প্রতি আমাকে চির কৃতজ্ঞ ক'রে রাখলেন। শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীঅভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় এই বই প্রকাশে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ জানানোর নয়।

শুভ মুখোপাধ্যায়

সূ চি প ত্র

সে-জনের ভুবনেশ্বরী মা

সে বলেছিলো,
তার বাগান ভরেছে ফুলে
তার ভালোবাসায় ভোর হচ্ছে·
তার রূপতরাসী গাঁয়ে
পশ্চিমের আকাশ জুড়ে
আগুনের জন্মদাত্রী মা
তাকে পথ দেখাচ্ছে
তার ভুবনেশ্বরী মা ।

সে বলেছিলো,
মা, তোমার দু'হাত ভ'রে আনন্দনিকেতন,
তোমার ভালোবাসায় আমার ভোরের আকাশ,
যখন তুমি এলে
তখন উত্তর-বারান্দায় নির্জন অন্ধকারে
শরীরিণী জ্যোৎস্না।
এবার ঋতু বদল ক'রে দাও,
আবার, এই আমার পথ,
মুক্ত চ'লে যাওয়ার প্রান্তর—
জন্মদাত্রী মায়ের দেওয়া ।

রূপতরাসীর বাতাস সমস্ত শরীর
এখন মোহিনী হ'য়ে ফুটছে,
তার ভালোবাসায় ভোর হচ্ছে—
আগুনের জন্মদাত্রী মা
তাকে পথ দেখাচ্ছে
তার ভুবনেশ্বরী মা।

দিন, মধ্যদুপুর, গোধূলি ও রাতের কবিতা

দি ন

এক মুখরা নদী তোর নাম শুধালো
সেদিন শ্রাবণ শেষ। .
স্ববর্ণ
চিন্ময় সেই উদাসীন পান্থ
সে-জন, সে-ও তো অমল ছিলো,
একখানে শুধু ব'সে থাকা—
শ্রাবণের শেষ বেলা তোমাকে চেনে না কেউ ;
দিগন্ত দীঘল পথ যাও পাখি
যাও একা একা।
স্মৃতিনাশা যত ভালোবাসা,
এখন
বিষন্ন নিরালা তোর থাক।

ম ধ্য দু পু র

সারাক্ষণ কেটেছে একেলা
আজান-আজান ডেকে যায়,
অতৃণ প্রান্তরে শুধু
আমার তিমির ছায়া ফেলে,
কাকে তুমি ভালোবাসো
কে তোর দীঘল সেই চাওয়া,
এ-দিন আমার নয়
বুভুক্ষায় সারাক্ষণ কেটেছে একেলা।

গো ধূ লি

যার মুখ কখনো দেখিনি আগে
সারাপথ কোথাও থামেনি যার ছায়া,
আনত শ্রাবণ শেষে এই শেষ বেলা
দু'হাত দিগন্ত ক'রে তার কথা মনে হয়,
কে তবে সতীর্থ ছিলো
অলখ নির্জনে কার সাথে
বিজন বাঁশিটি নিয়ে খেলা।
উদাসীন দূরের প্রবাসে
প্রসন্ন ভিক্ষুণী ফিরে গেছে,
স্মরণ জ্বলুক তোর
স্মৃতিনাশা যতো ভালোবাসা—
আমি যাই দূরে দূরে,
আনন্দ প্রতিম তার
আমি তো বুঝিনি নির্বাণ
পূর্ণতা আমি তো বুঝিনি।

রা ত

আমি তো বুঝিনি নির্বাণ
পূর্ণতা আমি তো বুঝিনি—
স্মরণ জ্বলুক তোর
আমি একা জেলে রাখি রূপশালী দুঃখের প্রতিমা,
দুঃখ জেলে রাখি
পথ আসে মার্জনার মতো
অন্ধত্ব ঘোচেনা কোনোদিন,
সতীর্থা মাধবী সেই ভিক্ষুণীর ঝুলি
আমাকেই ছুঁয়ে থাকে
দু'হাত দিগন্ত ক'রে
আনত শ্রাবণ শেষে
যার মুখ দেখিনি কখনো।

নদীর মতো নীলাঞ্জন, কে

চৌতালে তোর এক একাকার চাঁদ
বেহায়া তোর দিন-রজনী থাকে
জন্ম জুড়ে ভাসাও নদী ভাসাও
ফুরোয় বেলা সমাচ্ছন্ন ত্রাসে।

জলৌকাতে মুগ্ধ চতুরালি
অনবধান দুঃখ বড়ো বাজে
প্রতীক্ষিত আগুন প্রবণতা
ছন্ন থাকে সমস্ত সংসারে।

শুধুমাত্র আমিই

সেইদিন—শুধুমাত্র আমিই চ'লে যাচ্ছি
শৈশবের ঘুমন্ত প্রান্তর ফেলে
শুধুমাত্র আমিই।

আমার বুকের ভেতর
ইহুদি-মায়ের প্রেমিক্ ছেলেগুলো
বন্দী-খেটে পাগল হ'য়ে গেছে

বেলা ভ'রে এলে ধ্বনিময় বসন্ত নিয়ে ফিরবো
শুধুমাত্র আমিই
এইদিন শৈশবের ঘুমন্ত প্রান্তর ফেলে চ'লে যাচ্ছি।

বন্ধু পাভেলুস্কা

বুকের ভেতর আমি পাভেল
বন্ধু পাভেলুস্কা,
পাথর ভেঙে শঙ্খ বাজায় কারা
তিন তুড়িতে কলিজা খুন
নীল ভুয়ারী মেলা
বিছুয়া লেগে ছোবল ধরা
গাজন দেশের খেলা……

তুমি তো এখন ঝিঁকিয়ে সঙিন
বন্ধু পাভেলুস্কা,
টকটকে লাল ইস্তাহারে
মেঘের সওয়ার রক্তে মানুষ ক'রে
ছুবলে নিয়ে ঝড়ের পাখি
তুমি কী আর যেমন-তেমন
বন্ধু পাভেলুস্কা !
বুকের ভেতর আমি পাভেল
বন্ধু পাভেলুস্কা ।

এক বহতা নদীর কাছে ঋণী

আমার সময় হবে কখন
আমি সেই বহতা নদীর কাছে ঋণী,
যেখানে তার মুখ রক্তমিশে
দু চার ফোঁটা চোখের জল নিয়ে একাকার
অজানা কিশোরের মুণ্ডহীন লাশ
যেখানে সারাবেলা নিঝুম নিজ্ঝুম প'ড়ে থাকে
আমি সেই রৌদ্রে অফুরান
বহতা নদীর কাছে ঋণী।

স্বপ্ন দুঃস্থ কতদিন একা প'ড়ে আছি,
এখনও বৃষ্টির দিনে উজ্জীবন মনে পড়ে
আমারও জন্মের ঘর ছিলো,
নীলিম নয়ন সেই
সুপর্ণার নাম ধ'রে ডাকা
তারই নামে পিছু ডাক, সুস্মিত আকাশ চেয়ে আছে

যে যাও কে যাও দূরে দূরে
অশ্বত্থ নির্জনে সেই স্বপর্ণার শাওন পুড়েছে
শ্রাবণ মেঘের মতো দিনগুলো
ঘরে ঘরে পাগল মাতাল
এ-নদী মৃত্যুকে নিয়েছে
মধ্যযামে একা শব, গলিত সময়,
নিশিমোহে
এই নদী স্বপর্ণার নাম নিয়ে গেছে।

কে তোমার জন্মান্তের বিষন্ন নিলয়ে
অমল গাহনে তার মৃত্যুর কুসুম দিয়েছে,
আমি সেই বহতা নদীর কাছে ঋণী
কে যাও যে যাও দূরে দূরে
উদলা মেঘের গায়ে
স্বপর্ণার শাওন পুড়েছে,
নিশিমোহে এই নদী
স্বপর্ণার নাম নিয়ে গেছে।

কে রয়েছে মনে হয়

এ-ঘরে মানুষ জাগে
তিমির প্রহরে শেষ রাখী হাতে
রবন ঠাকুরের বুকে রাখা
সে-দিনের স্বর্ণিকায় কারো ঘুম ভাঙে
একে-একে জন্মদিনকে মনে প'ড়ে যায়
সে যে তোমার জন্যে
বার-বার
ফিরে-ফিরে দুঃখ জেলে রাখে

এ-ঘরে মানুষ জাগে

বিনিদ্রতার দিন-রজনী

দুই হাতে তার শব্দের মন্দিরা,
ডাগর মেয়ের কেশ ভেসে যায়
গম্ভীরা গম্ভীরা।

দিন-রজনী একলা থাকে ভালোবাসার চুমা
কন্যে গো তুই ঘুমা এখন,
এখন ও-লো ঘুমা।

বন্ধু বিপ্লব-কে

যেখানে আমার জন্ম
সেখানে লক্ষ্মীটি একবার এসো,
এসো তোমার নামে আলো জ্বালাই
নেই-নেই ব'লে সোহাগীর সংসার ভেসে যাচ্ছে
তোমার নামে
শেষবার পান্তোয়াল খাজাতে দাও

তুচ্ছতায় অপূর্ণতায় কে বাতাস

মৃত্তিকা স্মৃতিহীনা হ'য়ে আছে,
নিরন্তর ফিরে-ফিরে বদলে যায়,
বদলে যায় উল্লোল চারদিক,
কাছে থাকার সন্নিহিতি উঠিমুঠি বিকিয়ে যায়,
বিকিয়ে যায় পথে পথে
নতুন কবিতা লিখতে গিয়ে দুর্মুখ কলকাতায়
তিমিরকে মনে থাকে না কারো,
অভিমানে গোলাপ গোলাপের মতো থাকে না অক্ষয়।

সমস্ত দিন কারো কথা মনে পড়ে না,
ফুলের ভেতরে ফুল ফেটে
তিমির উঠে আসে নিয়ত, অবিনাশী।
কিসের জন্যে আসা,
কেন এমনি ক'রেই হারায় যন্ত্রণা,
যন্ত্রণা কি ভ্রু-ভঙ্গে ওষ্ঠে বাঁধা থাকে
অবসন্ন অন্ধতা নিয়ে অন্তর বাহিরে।

তিমির কি কোনোদিন আকাশে ভাসাতে গেছো শব্দের কুহক
যে-ভাবে মানুষ যায় উতরোল সমুদ্র ভ্রমণে,
সমুদ্র ভ্রমণে কিছু আয়ুর আরতি থাকে
প্রতিদিন জন্মের রোহন,
দক্ষিণ হেমন্তেই তুমি ছুটি পাও
নিরুপম সাগর যাওয়ার,
অঘ্রাণেই জন্মদিন ছিলো নাকি তোর ?

যখন গভীর রাতে
নিরুপম সমুদ্দুর ডেকেছে বাড়ি আছো,
বাড়ি আছো তুমি ও মহীন ?
আধোলীন অনিষ্পন্ন আকাশে-আকাশে
নিরুপম সাগর কি মনে থাকে তোর
তিমিরকে মনে রাখো নাকি ?

খেলা আমার একলা যাবিনে

আনন্দ মন্দিরায় মাগো
দরজা খুলে দে,
উপবাসে অন্তঃশরীর
একলা যাবিনে।
জলছবি তোর বিনম্র দিন
মুঠোয় ভরেছি,
দুঃখ বালির পাহাড় ভেঙ্গে
একলা এসেছি।
বন্ধু ছিলো অনাদ্রতায়
অশ্লেষে নির্বাণে,
বিহঙ্গ কার পাখি আমার
অন্ধ জাগে গানে।

অনিদ্রতার ছায়ায়-ছায়ায়
ভিতর দেহলি,
নয়নে কজ্জল তোমার
আগল ভেঙ্গেছি।
ফিরেই যাবো ফিরে যাবো
দরজা খুলে দে,
উপবাসে অন্তঃশরীর
একলা যাবিনে।

কাজল বরণী আর প্রিয়তম নবীন কিশোর

পরবাসে যেন তুমি বিরহী চ'লে গেলে,
নির্বান্ধব একা ভুবন বদলে যায়
বদলে যায় স্বপ্নমতির স্মরণীয়তার বেলা।

কে তুমি উত্তরে যাও ?
সুরঞ্জন জেগে থাকো হায়,
কে নেয় আমার সব, সবকিছু
যেন কিছু অভিমানী বক্ষোগত খেলা।
দিন-ভিখারী বলেই কাঙ্গাল হ'লে
রাঙা গোলাপের কাছে হাত পাতা,
হাত পেতে বুক জুড়ে কথা হয় ;
কথা হয় নিষ্ক্রান্ত প্রান্তরে
দূরে আছি জানো,
আমারও আরোগ্য ভালো লাগে ;
এমন সোহাগী কিছু অভিলাষ জানা থাকে ;
তারপর কে যেন কুহকে টানো
সুরঞ্জন জেগে থাকো হায়
গহন শোকার্ত থাকে বেলা।

তুমি কেন অন্তরালে আনত রয়েছো
আনত উন্মন কেন নবীন কিশোর ?
মাতৃহীন বালকেরা
সন্নিহিত প্লাবন চেয়েছে,
প্লাবন প্লাবন মানে উদ্ভাসে মুখর বিরহ,
মাতৃহীন বালকেরা ব্যথায় নিবিড় থেকে
বেদনায় একা ফিরে গেছে।

কতদিন সোহিনীর দুঃখের দু'হাতে মুখ
আপ্লুত ইচ্ছার শরীরে
ঝুম ঝুম বৃষ্টি নেমে এলে,
এখন তুমি তো ভালো
নিরাময় বিরল রয়েছো
ও-ঘরে দু'জন আছে ব্যক্তিগত চৈত্রের বাতাসে
কাজল বরণী আর প্রিয়তম নবীন কিশোর।

ভ্রমণ

চোখ ভাসছে জলে,
সায়ন্তনী মেঘে মেঘে
শ্রাবণ কোলাহলে
সারাজীবন স্বপ্নগুলো হারায়, দূরে হারায়
ইচ্ছে মতন অন্ধকারে
একহারা কোন পাড়ায়—

সন্ধে সকাল মন্দ যত হৃদয়গামী,
মনে পড়ে, মনেই পড়ে তাদের আমি।

চৈত্রের দিকে ঝুঁকে আছি

দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসো পথের দিকে,
যেখানে পুরোনো কাঁথায় শরীর মুড়ে যন্ত্রণার দিন-
ভাবো
তুমি আট বছর আগে মারা যেতে,
কেননা তখন এমন ছিলো না কেউ
যে তোমায় প্রার্থনার মন্ত্রের মতো উচ্চারণে
ঘুম দিতো ভাঙ্গিয়ে।

বার বার চৈত্র ফিরে আসে
আমি চৈত্রের দিকে ঝুঁকে আছি,
আমি ঝুঁকে আছি তোমার ঠোঁটে,
জানলা খোলা রেখো—
তোমার বুকের ভাঁজে মুখ গুঁজে যেন বুঝি
বাঁধা আছে মৃত্যু অন্য কোনোখানে।

আমি চ'লে যাচ্ছি,
তেমন দূরে নয় ;
পরিত্যক্ত একা থাকবো না কখনো
আমি কখনো বুঝিনি
দুঃখী রক্তে প্রতিপালিত এক সকালবেলায়
আমায় ফেলে যাচ্ছে এক বাদাম রঙা পাখি ;
কার কাতর বুকের কাছে মুখ নামিয়ে বলি—
কেন মৃত্যু ?

আমার সুন্দরতম বাগানে
ভ্রাম্যমান অতিপ্রিয় সেই মুখচ্ছবি,
যায় যায় সেই জাগরণী ;
কেন অভিশাপময়তায় প্রিয় উদ্যানগুলি
নিজের ছায়ায় লুকিয়ে ?
মৃতেরা চোখ নামিয়ে নাও
এখন ও-পাখি গ্রীষ্মভূষায় সবুজ বেঁচে রয়েছে—
চোখ ফেরাও
এখন প্রিয়তম শয্যা বিদায় নিচ্ছে তোমায় ছেড়ে,
শিশুর মতো খেলার ছলে দুলছে সময়।

আমার পুরোনো চৈত্রের কথা মনে পড়ে না,
আমি এখন যেখানে,
ও-পাখি গ্রীষ্মভূষায় সবুজ বেঁচে রয়েছে ;
পরিত্যক্ত একা থাকি না কখনো
মৃতের জন্য প্রার্থনায়
এখন চৈত্রের দিকে ঝুঁকে আছি,
আমি ঝুঁকে আছি তোমার ঠোঁটে।

আঠারোই জ্যৈষ্ঠ দিন

সুনয়নী তার খঞ্জন পাখি দুটো,
বৃষ্টি কেবল সু-দুঃসময় ভাঙে
আগল খুঁজতে অনিমিখে সারাদিন
মাধুকরী নিয়ে রাত বাড়ে, ঢেউ বাড়ে।

সেইটুকু জানি নদীর সমিধ থেকে,
ধ্রুববতী তার আনন্দ ফেরে একা
পৃথিবী বিষাদ আয়োজন ভাঙে শুধু
তবুও প্রতীতি তুই তার ধ্রুবসখা।

নিরন্তর নিয়ত ভ্রমণ

অন্ধকারকে অবশ ক'রে কাঁদছে উদোম দলদঙ্গল
আর, সড়ক জমাট দুঃখী গাছপালা—
রক্তহীন, অবসন্ন এবং ক্ষুধার্ত।
দু-হাতে জড়িয়ে যাচ্ছে বাকি জীবন,
একখানা বেশ মজার দু-বুক সমান পোড়া জমিন,
সমস্তই ত্রস্তে সারিবদ্ধ'ও নৈরাকার।

কী আশ্চর্য কোনোদিন অকুলান সংসার ভ'রে দেবার
দম্ভ তোমার হবে না,
সতত অগ্রবর্তিনীর মতো
নিরন্তর নিয়ত ভ্রমণ থাকবে শুধু
হাতে-হাতে ভিক্ষায় জন্মদিন নিয়ে।

শ-হাতে তালি বাজছে,
নড়ছে চড়ছে আমার বংশরক্ষাকারী সখারা ;
এখন প্রতিটি ভোরের শব্দে পুনর্বাসন হবে
ক্লেদ থেকে মৃত্যুর দিকে
মৃত্যু থেকে স্নেহময় জরতী ভিখারি।
জরতী ভিখারি কোন নিখিল ভুবনে মৃত্যুই প্রসব করে
অনঙ্গ অন্ধকার, শীতলতা দিয়ে ;
যোনি মন্থনের চতুর প্রয়াসে
ভেসে যায় মাতৃমুখ
অনিষ্পন্ন, অবসিত—বিবর্তনক্রমে
প্রাঙ্মুখ কুকুর কী অন্যনাম ভিন্ন অবয়বে !

তোমাদের হাতে হাতে আমার সকাল
নিরন্তর নিয়ত ভ্রমণ,
হাতে হাতে ভিক্ষায় জন্মদিন নিয়ে।

জন্মদিন বালকের স্মৃতি

জলোচ্ছ্বাসের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দুঃসময়,
প্রত্যেক সকালে হারিয়ে যাচ্ছে
লীলায়িত পুরাণ কাহিনীর মিথ্যুক মানুষগুলো
রৌদ্রময় মাঠে-মাঠে—
স্বপ্নের বিষাদে আমার কবরীকুসুম
আকাশের উতলে মাথা রেখে স্মৃতির শায়ক খুলছে একা ।

এইভাবে জন্মের দূরত্বে চ'লে যায়
হারিয়ে যায় নিরুপম সবুজ মার্জনা,
কী গভীর মৃত্যু এক পুষ্পিত বালকের মতো
চুমু খায় লক্ষ্মীমন্ত কলকাতার মুখে।

এ-ভাবেই আচম্বিতে দীর্ঘ উড়ে-উড়ে
বার-বার পর্যটন
উন্মোচিত শোকের ভিতরে,
প্রথম ভেঙেছে শব্দ, শব্দহীন বসন্ত বয়স,
পথের ভিক্ষায় গেছে জন্মদিন—
বালকের স্মৃতি—
কী বিপুল দশ দিক ভেঙে
এই নদী পিছন অলিন্দমাঠ আকাশ পরিধি
আতুর বৃদ্ধের মতো ভেসে গেছে ;
ভেসে গেছে ভাষাহীন প্রবল মৃত্যুর মতো নির্বাধ প্রপাতে
সর্বময় বসন্ত বয়স শব্দহীন হ'য়ে আছে
জন্মদিন বালকের স্মৃতি।

অন্ধজনের ফুল

সর্বনাশের আশায়,
এখন আলুল ভালোবাসায়
আদরে আহ্লাদে সাজাই
তীর বল্লম, ভিটেমাটি
আকাশ খ্যাপা অন্ধজনের ফুল।
দুর্বিসহ জন্ম এবং
বিষুব অয়ন এই যে মৃত্যু
চোখের নিচে জলের চিহ্ন
ভেসে বেড়ায়, কেঁপে দাঁড়ায় ভীষণ ত্রাসে-
দাহন নিয়ে হারায়,
সমস্ত দিন, সারাবেলা
যাই ব'লে মুখ বাড়ায়।

জয়োৎসবের দিকে

মৃত্যুর জন্য প্রতি রাত্রে
সে কালো নদীটির দিকে হাত বাড়াতো প্রার্থনায়,
পাতা ও পল্লব ছুঁয়ে বুঝতে চাইতো
কোন দিক থেকে বইছে বাতাস.
দক্ষিণে দাঁড়ালে অনর্থ বাঁধতো অহর্নিশ—
অহর্নিশ প্রণয় বিহীন হয়েছে হাওয়া
ঘুন-ঘুন ক'রে কুড়ে খাচ্ছে দুঃখ।

পায়ের নীচে এখন বেজায় হল্লা ভালো লাগে না আর—

সে কালো নদীটির দিকে হাত বাড়াতো বন্ধুতায়,
প্রতি রাত্রে সে অনায়াস ভেসে পড়তো সহজযানে
মানুষ বিহীন ঘর রেখে জয়োৎসবের দিকে।

জড়িয়ে থাকে ভ্রমে

জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে
মিথ্যা কিছু মিহিন এবং বেশ রূপবান,
উড়ুক্কু এক হাওয়ায় ভাসে চন্দ্রবোড়া-
বুলবুলিটা ভীষণ চোরা,
নিত্যবসে নৃত্যপটে বিলাসী পশ্চিমে—
মিথ্যা কিছু মিহিন এবং
জড়িয়ে থাকে ভ্রমে।

প্রতিদিন প্রতি রাত্রিবেলা

তুমি প্রস্তুত হ'চ্ছো পথে-পথে,
অন্তহীন ছড়িয়ে যাচ্ছো দুয়ারহারা ঘরের দিকে—
মধ্যাহ্ন বেলায় চোখে-চোখে হারিয়ে ফেলছো
প্রাণ ভরণের ছোটো কানাকড়ি,
পথে-পথে অন্তহীন ছড়িয়ে যাচ্ছো দুয়ারহারা ঘরের দিকে

তুমি যেন সমস্তদিন ছড়ানো অঙ্গন থেকে
তুলে নিয়েছো জন্মভার—
বলেছো কেঁপে ওঠো স্রোতে কিম্বা উচ্ছলতায়,
অসম্ভব দগ্ধ হ'তে থাকো পাপে—
বোধহীন অমোঘ অন্যায়ে
ক্রমশঃ লুপ্ত হ'তে দাও হলুদ শরীর
লাবণ্যের প্রতিরক্ষা কিছু,
প্রত্যহ যাপন হোক পাপ থেকে প্রবল দাহনে।

তুমি কেন অস্তিময়ী দুঃখের সমীপে
শাসনে দাঁড়াবে স্থির !
অল্পভাষে কী সহজ দিনানুদিনের কথা ভোলা—
জলহীন উপবাসে অসীম চুম্বনী শোক
তোমাকেই চেয়েছে সমীধ,
প্রতিদিন প্রতি রাত্রিবেলা.
তুমি তাকে শোচনার কী দেবে বস্তুতঃ
বোধহীন অমোঘ অন্যায়ে—
প্রতিদিন প্রতি রাত্রিবেলা।

তুমি দুঃখে রবে

ঘোড়ার কেশর পাথর ক'রে
কাল সারারাত উড়ুক্কু হাওয়া উঠেছিলো চূড়ো বাড়ি
বিপন্ন সংসারের নবজাতককে ঘিরে,
কাল সারারাত হিজড়ে নেচেছে পাগলপারা,
কাল রাতে ভেসে বেড়িয়েছে সেই পাখি
ভেরেণ্ডা গাছের মাথায়-মাথায়—
তুমি দুঃখে রবে।

আমি একা যে-গান ছুঁইয়েছিলাম তোমার কপালে,
নখে দাঁতে ছিঁড়েও
চোখের দর্পের মতো সেখানে কোনো মিথ্যা ছিলো না ;
তবু প্রতিটি পাখি প্রতিটি দুঃখ কেমন ক'রে ভাসে,
ভেসে বেড়ায় ভেরেণ্ডা গাছের মাথায়-মাথায়—
বার বার চিতল ভঙ্গে বিছিয়ে যায় তোমার বিপন্ন সংসার,
এ-বাতাস কতটুকু সহে।

হাওয়া যায় রে,
বৃষ্টি পড়ে জল বসন্তের দাগ মুখে নিয়ে,
বেলা যায় রে,
জমি জেরাত অন্ধকার ক'রে চিতিয়ে পড়ে তার কালো শরীর ;
ঘোড়ার কেশর পাথর ক'রে ওঠে উড়ুক্কু হাওয়া
ভেরেণ্ডা গাছের মাথায়-মাথায়—
তুমি দুঃখে রবে।

যতবার তোমার জন্যে

যতবারই তোমার সন্ধানে আমি দূরে গিয়েছি,
আমাকে এক মৃত পাখির কথা
শুধিয়েছে সেই যুবক।
যতবারই অকাম যুদ্ধের প্রতিক্ষায়
হাত ছুঁয়েছি মাটিতে,
আমাকে এক কৃশ নদীর কথা
শুধিয়েছে সেই যুবক।

এখন প্রথম মৃত্যুর শব্দে হেঁটে যাচ্ছি,
চারদিক জুড়ে কি বৃষ্টির সোহাগে
সুঠাম ঘুমুচ্ছে আমার জন্মদিন,
ফেলে যাচ্ছে তোমার জন্যে সেই শহর
আর এক জানলা—
যা আমি কখনো খুলিনি।

অরণ্যবাড়ির দিকে নীলাঞ্জন ছায়া

আমাদের পিছনে নদীর দিকে
অরণ্যবাড়ির দিকে নীলাঞ্জন ছায়া,
শাসনবিহীন বেলা যায়,
বেলা যায় পশ্চিমে—
তার চোখের চাওয়ায় কালো হাওয়া পাগল নাচছে,
কোমর দুলিয়ে, জীবন জুড়িয়ে
পাগল নাচছে কালো হাওয়া।

বহুদিন পর এবার নৈরাশে জানা গেল
কোনখানে দুঃখ বিনিময়—
স্বপ্নহীন প্রিয়তমহীন অরণ্যবাড়ির দিকে তুমি গেছো,
অরণ্যবাড়ির দিকে দুঃখ কাঁপে চোখের পাতায় ;
দুঃখ এ কী পাগল শোভায়
সারাদিন বিলাসী পশ্চিম যাবে ব'লে
পিছনে নদীর দিকে নীলাঞ্জন ছায়া।

আমাদের ভিখারি বানাও

আকাশ খ্যাপা পাখির মুখে রক্ত ছিটিয়ে
যখন গাছে গাছে বাতাস ঝলসায়,
মাথার ওপর ডানা তোলে ঘুম কালো নদীর মতো,
সেই হাঁ-খোলা যন্ত্রণার এক আশ্চর্য গ্রীষ্মে
তারা আসে।

উড়ে যায় খ্যাপা পাখি নিখিলের দিকে—
ভেঙে যায় সমস্ত দক্ষিণ,
যেন কোন অবসন্ন সড়কের মতো পড়ে থাকে
ভাস্বতী কলকাতা তোমার।

কী এমন গৈরিক সন্ন্যাসে
জলের কিনারে ওরা হাত পেতে ব'লে ওঠে—
হাওয়া দাও
তোমার শরীর ভেঙে হাওয়া দাও
হাওয়া দাও অকরুণা ধরণী ;
আমাদের ফিরে যেতে হবে
খুঁড়ে-খুঁড়ে ঝিমন্ত দুপুরে
আমাদের ভিখারি বানাও।

কলকাতা বৈভব

অবাক গন্ধে গর্জনশালী পথ,
ট্যাংরায় ওড়ে সাড়ে তিনমন মাছি—
রক্তে তাদের উনচল্লিশী ঢেউ,
ছাইয়ের গাদায় মুখ গুঁজে কলকাতা,
ধ্বংশের কাছাকাছি।

সাবলীল তারা বহুধা মেধায় ওড়ে,
চামরী গাইয়ের রক্তে দিয়েছে হানা—
কলকাতা এক শীতের নদীর পাশে
বাঁধা প'ড়ে আছে, অন্যথা করা মানা।

ছেঁড়া জামা আর ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে,
মানুষ দেখেছে মানুষে তাবৎকাল—
হায় ক্লেশ তোর কুর্তায় গেঁয়ো ছেঁদা,
মিহিন বাহারে মান্দাসা জঞ্জাল।

হৃদি আজীবন বালুচরে ওড়ে তাই,
নোংরা শিশুরা দক্ষিণে চলেছিলো—
মুরলি মাছের খাক করা অভিমানে,
হৃদয় হরণ সেখানে আলুল
বোগদাদ খুঁজে পেলো।

সাড়ে তিনমনে টান পড়ে বেঁকে নুয়ে,
জলে ভাসে তার শব—
নোংরা শিশুরা রম্য পুতলা নিয়ে,
তালুচরে দেখে কলকাতা বৈভব।

তোমার কাছে বন্দীত্ব

হাওয়া উঠছে
বিহ্বল সাঁকোর পাশে, মিনারের দিকে চেয়ে
হাওয়া উঠছে অর্গলবিহীন—
তার অভিমান তুমি আঁচলে তুলে নিচ্ছো,
অনন্তের দিকে হেঁটে যাচ্ছো রোজ—
খুব ভোরবেলা শূন্য ক্ষেত ভ'রে যাচ্ছে নন্দিত নয়নে,
তোমার এ খেলা
যেন কখনো ফুরোয় না।

শান্তি কোলাহলে আমার করতলে তুমি ভ'রে আছো
দীর্ঘ রাণা বেয়ে কৃষ্ণচূড়ার ঝাঁকে
উঠে আসছে তোমার বসন্ত বয়স—
যথাযথ আমার কোনো দীনতা নেই।

কী নীলাঞ্জন শ্যামটানে
বাতাসে ভাসে তোমার খেলা,
এক বেণী নদীর বুকের কাছে
হেঁটে আসে মেঘ—
তোমার ভালোবাসা চাই,
তোমার কাছে বন্দীত্ব।

মাটি কোন ব্যথা টানে

ঠুঁটো-ফুটো জগন্নাথের মতো
গভীরে নামছে এক নদী,
আমার বাহু আর উরুর থেকে,
প্রত্যেক শব্দ থেকে চেটে
তুলে নিচ্ছে ভালোবাসার বৃন্ত
এ-সময় জলে ঘাসে
হাঁ-খোলা তৃষ্ণায় তুমি ব'সে আছো।

তুমি ব'সে আছো
যে-ভাবে দুপুর শব্দে বঞ্চনার মতো
ব'সে থাকে মেঘ জলের পাথরে,
সে কি কোনো পরিচর্যা পেতে থাকে ?
জল কোনো ব্যথা টানে বুকের গভীরে ?

হাঁ-খোলা তৃষ্ণায় তুমি ব'সে থাকো রোজ
জলে ঘাসে পিছন আড়ালে,
ঘুরে-ঘুরে নেমে যায় নদী জলের সন্ন্যাসে
মাটি কি তোমার কোনো ব্যথা টানে বুকের গভীরে ?

কয়েকদিন হাওয়া টলে যায়

কয়েকদিন হাওয়া টলে যায় দক্ষিণের দিকে,
আড় হ'য়ে পাথর প'ড়ে থাকে সংসার—
ঘুরতে ঘুরতে অশ্লীল কাম
উঠে আসে উরুর থেকে চোখের পিচুটিতে,
ধ্বস্ত মন্দির যেন ডাক দিয়েছে ধর্মযাত্রার!

ছাদের কড়ির নিচে
নৌকোর নিচে
কতদিন মানুষ জনের নিচে
প'ড়ে থাকে আমাদের পীড়ন,
ছুঁতে পাই না তোমার দিক কতদিন—
কয়েকদিন হাওয়া টলে যায় দক্ষিণের দিকে,
আড় হ'য়ে পাথর প'ড়ে থাকে সংসার।